নির্মল সেন

১৮টি কলেজ জাতীয়করণ– অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

শেষ পর্যন্ত বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটি সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট শিক্ষক ধর্মঘটেরকালে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত য়েছিল। এ স্মারকের ৯নং শর্তে উল্লেখ করা য়েছিল যে এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত কান তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগধারীকে নিয়োগ দেয়া াবে না। তারা এমপিওভুক্তের জন্য বিবেচিত হবেন া।

রবর্তীকালে এ শর্তটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং কলামে আমি লিখেছিলাম– এ শর্ত বাস্তবায়িত লে ৮৩ হাজার শিক্ষক পথে দাঁড়াবে। কারণ এরা র্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজে প্রায় কান পারিশ্রমিক ব্যতীত কাজ করছে। এরা মপিওভুক্তির জন্য আবেদন জানিয়ে বছরের পর ছর প্রতীক্ষা করছে। এ চুক্তি তাদের জীবনে পর্যয় ডেকে আনবে। আমরা আবেদন ানিয়েছিলাম– অন্তত এ চুক্তির পূর্বে যারা বৈধভাবে মপিওভুক্তির আবেদন জানিয়েছেন তাদের মপিওভুক্ত করা হোক। ৮ ফেব্রুয়ারির সংবাদপত্রে দখলাম কর্তৃপক্ষ এ দাবি মেনে নিয়ে একটি জ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন সংবাদপত্রে।

াশা করব এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে কোন ছলচাতুরী রা হবে না। আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং ফতরের কর্মকর্তারা তুচ্ছ অজুহাত তুলে নতুন করে শক্ষকদের কাছ থেকে পারিতোষিক আদায়ের চেষ্টা রবেন না। আমার এ লেখায় কেউ বিরাগ হতে ারেন। তবে আমার এ ভয় ঘরপোড়া গরুর সন্দুরে মেঘ দেখার ভয়।

কন্তু তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগের সমস্যা তো শুধু বসরকারি স্কুল-কলেজের নয়। জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোতে এ সমস্যা ঝুলে আছে ১৯৯৭ সাল থেকে। এ কলেজগুলোতে তৃতীয় বিভাগ এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্ন উঠেছে। এদের ক্ষেত্রে কি বসরকারি স্কুল-কলেজের মতো এ প্রশ্নটির সমাধান তে পারে না।

মস্যাটি দীর্ঘদিনের। স্বাধীন হওয়ার পূর্বে দেশে ৫টি সরকারি কলেজ ছিল– পরবর্তীকালে একের র এক কলেজ সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া তে থাকে। এই বেসরকারি কলেজকে রকারিকরণের ফলে নামকরণ হয় জাতীয়করণকৃত কলেজ। বেগম জিয়ার আমল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০। এবং আগের ১৫ কলেজ নিয়ে সরকারি কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৫। প্রকৃতপক্ষে বেগম জিয়ার বিএনপি সরকারের আমলেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ বন্ধ হয়ে যায় বিশ্বব্যাংকের ধমকে। বিশ্বব্যাংকের নীতি হচ্ছে কলকারখানার মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও হবে বেসরকারি। কোন সংস্থায় সরকারি কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রাশিক্ষা সম্প্রসারণের নামে দেশের ১৮ মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা হয়। এ কাজটি করা হয় ১৯৯৭ সালে। এবং এ ১৮ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণ নিয়ে সমস্যার আজও সুরাহা হয়নি।

তবে কাজটি সহজ নয়। দেশে ১৫ সরকারি কলেজ ছিল– এদের কতগুলো নিয়ম-কানুন ছিল– ইচ্ছে হলেই এদের সঙ্গে নতুন জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোকে এক করে দেয়া যায় না। এবং এক করে দিতে গিয়ে প্রথম বাধা আসে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে– আমরা লেখাপড়া করে, পরীক্ষায় ভাল করে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি [illegible] কলেজের শিক্ষকরা আমাদের সমান মর্যাদা পাবে– এটা হতে পারে না।

এ বিতর্ক মিটানোর জন্য ১৯৮১ সালের ২৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি নির্দেশনামা প্রণয়ন করে– জাতীয়করণকৃত স্ব-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী আত্তীকরণ করার জন্য। এ নির্দেশে জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকরা অনেক কিছু হারালেও ওই বিধি অনুযায়ী আত্তীকরণের সমস্যার মোটামুটি অনেকটা সমাধান হয়েছিল।

কিন্তু নতুন করে সংকট দেখা দিল ১৯৯৭ সালে ১৮ মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করার পর। এসব কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের আত্তীকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সালের ২৬ অক্টোবর এক প্রজ্ঞাপন জারি করল– তাতে স্পষ্টভাবে বলা হল, জাতীয়করণকৃত কলেজের কোন শিক্ষককে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং এ বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কলেজটি জাতীয়করণ করার পূর্বে তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই পদ বা সমমানের অন্য কোন পদে আত্তীকরণের মাধ্যমে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। আরও বলা হল– প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী নন এমন কোন শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে কলেজের জাতীয়করণ করার অব্যবহিত পূর্বে প্রভাষক ব্যতীত কোন শিক্ষক যে পদে কর্মরত ছিলেন; তাকে সেই পদের এক ধাপ নিম্নতর পদে এবং প্রভাষককে প্রভাষক পদে আত্তীকরণের মাধ্যমে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।

আমি যতদূর শুনেছি– এ প্রজ্ঞাপন আত্তীকরণ প্রার্থী শিক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু এ প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে শুনিনি। ফলে আত্তীকরণের প্রশ্নটি ঝুলে থাকল। এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করল ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বর।

এ প্রজ্ঞাপনের সঙ্গে ১৯৮১ বা ১৯৯৮ সালের প্রজ্ঞাপনের কোন সম্পর্ক নেই। এবার স্পষ্ট করে বলা হল– কোন শিক্ষক-অশিক্ষকের (অর্থাৎ জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী) ক্ষেত্রে ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য নিয়োগ বিধিতে নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

অর্থাৎ জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষক হলেও [illegible] সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সমমানের যোগ্যতা থাকতে হবে। আর এর নির্ভেজাল অর্থ হচ্ছে আত্তীকরণের নামে অসংখ্য শিক্ষক বাদ পড়বেন আত্তীকরণের তালিকা থেকে। এরা হয়তো ২০/২৫ বছর এ পেশায় আছেন। তাদের কলেজটি জাতীয়করণ করা না হলে শেষ জীবনে সম্মান নিয়ে বিদায় নিতে পারতেন এ পেশা থেকে– কিন্তু এবার যেতে হচ্ছে অযোগ্যতার কালো টিপ ললাটে নিয়ে। কারণ তাদের সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতো ডিগ্রির কৌলীন্য নেই। এখানে অভিজ্ঞতা এবং পড়াবার যোগ্যতা গৌণ।

সে পরিপ্রেক্ষিতে এ শিক্ষক নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন– আমাদের কলেজ জাতীয়করণ আপনারা কেন করলেন– এ কলেজের সকল জমি-সম্পত্তি দলিল করে সরকারকে দিতে হল কি চাকরি হারানোর জন্য। জাতীয়করণ করার নামে আমাদের ছাঁটাইয়ের অধিকার কে কাকে দিয়েছে। এটা কি আইনসঙ্গত।

প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে এবং কেন এদের চাকরি যাচ্ছে। আমি আগে লিখেছি ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী শিক্ষকদের যোগ্যতা হচ্ছে ক্যাডার সার্ভিসের অনুযায়ী। তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে– এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগ থাকতে পারবে না। ডিগ্রি পাস কোর্সের শিক্ষক হলে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। তবে ডিগ্রিতে অনার্স থাকলে মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী হলেও চলবে।

তবে আমি লক্ষ্য করেছি প্রকৃতপক্ষে আত্তীকরণ করতে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর উপর তেমন জোর দেয়া হয়নি। আমি দেখেছি ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী যাদের নিয়োগ পত্র দেয়া হয়েছে– তাদের অনেকের এসএসসি, এইচএসসি এবং অনার্সে তৃতীয় শ্রেণী আছে। এদের কৌলীন্য হচ্ছে অনার্স থাকা এবং মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী। অথচ যারা বাদ পড়েছে তাদের সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ এবং কোন কোন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ থাকলেও কাজে আসেনি। এক্ষেত্রে নিয়োগের ভিত্তি হচ্ছে অনার্স– তা যে শ্রেণীর হোক এবং মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণী। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানালে বাধিত হব তাদের ২৭ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপনের 'যোগ্যতা ক্যাডার শ্রেণীর প্রভাষক'–শব্দগুলোর অর্থ কি।

অনেকে জীবন সায়াহ্নে কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন– শূন্যহাতে নয়, অবসর ভাতা নিয়েই ঘরে ফিরবেন। ১৯৮১ সালের ভিত্তিতে তাদের সবাইকেই আত্তীকরণ করা হবে– এ চার বছরে ঘুণাক্ষরে তাদের জানানো হয়নি যে জাতীয়করণ তাদের চাকরিচ্যুত করবে। এমনকি এ ধরনের কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না– একথা প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। অথচ চার বছর পর মিলল এক ভিন্ন সিদ্ধান্ত।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন পড়ে মনে হল এ কাজটি জাতীয়করণকৃত কলেজের জন্য করলে মন্দ কি। বেসরকারি এবং সরকারি কলেজেও একই বিষয় পড়ান হয় এবং ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা একই ধরনের পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এবং একটি অনিবার্য পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১৯৮১ সালের আত্তীকরণ বিধি অনুসারে ২০০ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী আত্তীকরণ করা গেলে এই ১৮ কলেজের জন্য নতুন প্রজ্ঞাপন প্রয়োজন হবে বা হচ্ছে কেন আর এই নতুন বিধি বাস্তবায়ন হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ভেবে রেখেছেন কি?

শিক্ষাকর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন-১৮ মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে ১৯৯৭ সালে। তারপরে চারবছর কেটে গেছে। এ কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত। আবার অনেকে এমপিভুক্তির আবেদন করেছেন। যারা এমপিওভুক্ত হননি তারা অনেকে এতদিন ধারদেনা করে চলেছেন। অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করেননি। অনেকে জীবন সায়াহ্নে কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন– শূন্যহাতে নয়, অবসর ভাতা নিয়েই ঘরে ফিরবেন। ১৯৮১ সালের ভিত্তিতে তাদের সবাইকেই আত্তীকরণ করা হবে– এ চার বছরে ঘুণাক্ষরে তাদের জানানো হয়নি যে জাতীয়করণ তাদের চাকরিচ্যুত করবে। এমনকি এ ধরনের কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না-একথা প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন। অথচ চার বছর পর মিলল এক ভিন্ন সিদ্ধান্ত।

আজ পর্যন্ত কেউ জানে না এ প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পর যাদের চাকরি থাকবে না-তাদের কি হবে, তারা কিভাবে পুনর্বাসিত হবে। আমি [illegible] শিক্ষকের কথা তুলে ধরতে পারি। পাকিস্তান আমলে কোটালীপাড়া মহাবিদ্যালয়ে আমরা [illegible] বাংলার শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছি [illegible] তিনি গোপালগঞ্জের শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই আছেন। তার সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণী আছে। তার কলেজ [illegible] ১৯৯৭ সালে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী তিনি নিয়োগ পাননি। কারণ তার ওই অনার্স নেই। ডিগ্রি পাস অথবা মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী নেই। এ শিক্ষক চারবার জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। দু'বার হয়েছেন জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ অধ্যক্ষ। [illegible] কলেজ চারবার জেলার শ্রেষ্ঠ কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে সরকারিদলের প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিসে ইউনেস্কো অধিবেশনে [illegible] দিয়েছেন। ১৯৮৮ সালে পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। তার চাকরির মেয়াদ আছে [illegible] মাস। এবার তাকে তাড়াতে হবে গলা ধাক্কা দিয়ে। তাই নয় কি। কারণ ক্যাডারদের মতো অনার্স নেই। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন তারা কাকে রাখছেন বা কাকে বিদায় দিচ্ছেন এবং কোন ভিত্তিতে [illegible]

[illegible] শেষ কথা হচ্ছে– দেশে আর কোন কলেজ জাতীয়করণ করা হবে না– [illegible] এবং তেমন নতুন সমস্যা দেখা দেবে [illegible] এর আগে দেশে ২০০ কলেজ জাতীয়করণ [illegible] হয়েছে। সেই কলেজগুলোর মতো এই ১৮ কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের ফের আত্তীকরণ করা যাবে না। নাকি এই ১৮ কলেজ নিয়েই সরকারি কলেজের শিক্ষকদের ঠাটবাট ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে।

অর্থাৎ আমি মনে করি, এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ভাষ্য প্রয়োজন। দীর্ঘদিন চাকরি করে নিজের কলেজটি সরকারের হাতে তুলে দিয়ে পথে দাঁড়াবার শেষ কোথায় তা জানা প্রয়োজন। [illegible]